দর্শনা-মুজিবনগর সড়কে মোটরসাইকেল পাখিভ্যান মুখোমুখি সংঘর্ষ আহত ৩

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা মুজিবনগর সড়কে মোটরসাইকেল পাখিভ্যান মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে মোটরসাইকেল চালক পায়েল হোসেন (৩৮)ও রাকিব হোসেন (২০) ভ্যান চালক হযরত আলী (৪৫) গুরুতর আহত হয়েছে। এদের মধ্যে পায়েল হোসেনের এক হাতের কব্জি বিছিন্ন হয়ে গেছে ও এক পা ভেঙ্গে গুড়িয়ে গেছে।

জানাগেছে গতকাল বুধবার রাত ১০ টার দিকে দর্শনা মুজিবনগর সড়কের কেরুজ মিল গেটের সামনে এ দৃর্ঘটনা ঘটে। আহত পায়েল হাসান দামুড়হুদা উপজেলার মুন্সিপুর কুতুবপুর গ্রামের নায়েব আলীর ছেলে। মোটরসাইকেলে থাকা চুয়াডাঙ্গার গাইদঘাট গ্রামের সদর আলীর ছেলে রাকিব হোসেন গুরতর আহত হয়েছে।

এদেরকে স্থানীয় লোকজন উদ্ধার করে আশংকা অবস্থায় চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

প্রত্যক্ষসুত্রে জানাযায় দ্রুতগতির একটি মোটরসাইকেল হোন্ডা ১৫০ সিসির যার নং চুয়াডাঙ্গা ল-১১-০৭৯১ দর্শনা শহরের দিক থেকে দর্শনা বাসস্ট্যান্ডের দিকে যাচ্ছিল। এসময় পাখিভ্যান দর্শনা কেরুজ ১নং মিল গেট দিয়ে মহাসড়কে উঠছিলো দ্রতগতির মোটরসাইকেলটি সরাসরি পাখিভ্যানের ধাক্কা দেয়। ধাক্কা দিলে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

এ ঘটনায় দর্শনা থানার ওসি তদন্ত নিরব হোসেন বলেন, মটরসাইকেল ও পাখিভ্যান দুইটি উদ্ধার করে থানায় নেওয়া হয়েছে। তবে আহত দুজনকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপতালে ভর্তি করা হয়েছে।

দামুড়হুদা লোকনাথপুরে মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত ২

দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের লোকনাথপুর পশ্চিমপাড়া বাইপাশ সড়কে মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে ২ জন মারাত্মক ভাবে আহত হয়েছে।

আজ শুক্রবার বিকাল সাড়ে ৪ টার দিকে এ দূর্ঘটনা ঘটে। আহত ব্যক্তিরা হলো, দামুড়হুদা উপজেলার কানাইডাঙ্গা গ্রামের

রওশন আলি’র ছেলে মোঃ ফরহাদ হোসেন (২৮) এবং একই উপজেলার জয়রামপুর মাঠ পাড়ার মো: নজরুল ইসলাম নজু’র ছেলে আশিক (২০)।

স্থানীয় সুত্রে জানাগেছে, আজ বিকালে উপজেলার কানাইডাঙ্গা গ্রামের রওশনালীর ছেলে ফরহাদ হোসেন একই উপজেলার ডুগডুগি বাজার থেকে নিজস্ব মোটরসাইকেল যোগে নিজ বাড়ি কানাইডাঙ্গা যাওয়ার সময় লোকনাথপুর পশ্চিমপাড়া বাইপাস সড়কে পৌঁছালে অপর দিক থেকে আসা আর একটি মোটরসাইকেলের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ফলে ফরহাদ হোসেনের ডান পা ভেঙে যায় এবং অপর মোটরসাইকেল চালক আশিক গুরুতর আহত হয়। ঘটনাস্থলে উপস্থিত লোকজন ও দর্শনা ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা আহত ২ জনকে উদ্ধার করে দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসেন। দুজনকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ফরহাদ হোসেনকে ভর্তি রাখেন। অপর মোটরসাইকেল চালক আশিককে উন্নত চিকিৎসার জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে যান।

এবিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি আলমগীর কবির বলেন,কারো পক্ষ থেকে কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

সংঘর্ষ, আহত ২

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা-দর্শনা সড়কের লোকনাথপুর ফায়ার সার্ভিসের অদূরে বাস-পাওয়ারটিলার সড়ক দুর্ঘটনায় ২ জন রক্তাক্ত জখম হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকাল সাড়ে ৩ টার দিকে এ দৃর্ঘটনা ঘটে।

দুর্ঘটনায় আঘাত পেয়ে রক্তাক্ত জখম হয়েছেন, পাওয়ারটিলার চালক দামুড়হুদা উপজেলার নতিপোতা ইউনিয়নের কালিয়াবকরি গ্রামের মজিবরের ছেলে জহির ইসলাম কটা (৩৩) ও নতিপোতা গ্রামের আশাদুলের ছেলে গরু ব্যবসায়ী রিপন মিয়া (৩৬)।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, জীবননগর উপজেলার শিয়ালমারি পশু হাট থেকে গরু বিক্রি করে বাড়ি ফেরার পথে দর্শনা-দামুড়হুদা সড়কের মাঝে লোকনাথপুর ফায়ার সার্ভিসের কাছে পৌঁছালে বেপরোয়া গতিতে এসে পিছন দিক থেকে ধাক্কা দেয় কার্পাসডাঙ্গা থেকে ছেড়ে আসা ফরিদপুর গামী রেখা পরিবহন। ধাক্কা দেয়ায় পাওয়ারটিলার চালক কটা (৩৫) রাস্তার উপরে ছিটকে পড়ে রক্তাক্ত অবস্থায় বেহুশ হয়ে যায়। তখন তাকে ধরে রাস্তার পাশে নিয়ে সরানোর জন্য গেলে রেখা পরিবহনের বাসটি চলে যাওয়ার চেষ্টা করলে ১ জন গরু ব্যাপারি সামনে যেয়ে হাত উুঁচু করে দাড়ালে তাকে সাইড কাটিয়ে বাসটি সেখান থেকে পালিয়ে যায়।

তাৎক্ষণিকভাবে পথচারীরা ফায়ার সার্ভিসের অফিসে জানালে সাথে সাথেই তারা গাড়ি নিয়ে ঘটনাস্থল থেকে আহতদের উদ্ধার করে দামুড়হুদা চিৎলা হাসপাতালে ভর্তি করেন। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার পর চালক কটার অবস্থার অবনতি দেখা গেলে তাকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বাকিরা প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে বর্তমানে নিজ বাড়িতে আছেন। তবে গুরুতর আহত পাওয়ারট্রলির চালক কটার অবস্থা আশংকাজনক।

গাংনীতে বাস ও ড্রাম ট্রাকের

মুখোমুখি সংঘর্ষ, আহত-১০

গাংনীর বামন্দীতে গোল্ডেন এক্সক্লুসিভ পরিবহন ও একটি ড্রাম ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে ১০ জন আহত হয়েছেন।

আজ বৃহস্পতিবার ২১ ডিসেম্বর সকাল সাড়ে নয়টার সময় গাংনী উপজেলার বামন্দী বাস স্ট্যান্ডের সন্নিকটে এই সড়ক দূর্ঘটনা সংগঠিত হয়। দুর্ঘটনার পরপরই বাসটির চালক হেলপার ঘটনাস্থল ছেড়ে পালিয়ে যায়। এসময় সড়কে বেশ কিছু সময় যানবাহন চলাচল বন্ধ ছিলো।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা গোল্ডেন লাইন পরিবহন ও মেহেরপুর থেকে ছেড়ে আসা দ্রুতগামী ড্রাম ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে এ হতাহতের ঘটনা ঘটে। আহতরা স্থানীয় ক্লিনিগুলোতে প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে স্থান ত্যাগ করেছে বলে তাদের পরিচয় সনাক্ত করা সম্ভব হয়নি।

বামন্দী পুলিশ ফাঁড়ির আইসি এসআই শরিফুল ইসলাম ঘটনা সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

মেহেরপুরে মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে নি*হত ১, আহত ৪

মেহেরপুর-কাথুলী সড়কে দুটি মোটরসাইকেলেরে মুখোমুখি সংঘর্ষে বায়েজিদ হোসেন (১৮) নামে এক স্কুল ছাত্র নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে আরও চার জন।

আজ দুপুর ১ টার সময় কাথুলী সড়কের এবি ক্যাফে সংলগ্ন সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত বায়েজিদ সদর উপজেলার মনোহরপুর গ্রামের মালয়েশিয়া প্রবাসি ইসমাইল হোসেনের ছেলে। সে মেহেরপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজের ১০ম শ্রেণীর ছাত্র। আহতরা হলেন-মনোহরপুর গ্রামের মিঠুর ছেলে মোকাদ্দেস, শহরের ছহিউদ্দিন

ডিগ্রি কলেজ পাড়ার সাহাবদ্দিনের ছেলে আরিফুল, সদর উপজেলার চকশ্যামনগর গ্রামের শহিদুল্লাহর ছেলে মহিদুল, আমিরুল ইসলামের ছেলে শ্রাবণ।

স্থানীয়রা জানান, ঘটনার সময় নিহত বায়েজিদ তার বন্ধু মোকাদ্দেন নিয়ে মোটরসাইকেল যোগে নিজ বাড়ি মনোহরপুর থেকে মেহেরপুর শহরে যাচ্ছিলেন। অপরদিক থেকে আরিফুল, মহিদুল ও শ্রাবণ অপর একটি মোটরসাইকেলে বিপরীতে দিকে যাচ্ছিলেন। কাথুলী সড়কের এবি ক্যাফের কাছে পৌছালে দুটি মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে বায়েজিদ ঘটনাস্থলেই মারা যান। দুটি মোটরসাইকের বাকি চারজন আহত হন। খবর পেয়ে মেহেরপুর ফায়ার সার্ভিস ইউনিটের একটি টিম ঘটনাস্থলে পৌছে নিহতের মরদেহ ও আহতদের উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে আসে। আহতদের মধ্যে মোকাদ্দেসের অবস্থা গুরতর হওয়ায় তাকে কুষ্টিয়া মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে।

মেহেরপুর সদর থানার এস আই মোমিন জানান, দুটি মোটরসাইকেলের দ্রতগতি ছিলো। ফলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। নিহতের সুরতহাল রিপোর্ট নেওয়া হয়েছে। পরবর্তিতে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দর্শনার মোটরসাইকেল ও বাইসাইকেল মুখোমুখি সংঘর্ষ নিহত ১, আহত ৩

চুয়াডাঙ্গা সদরের দোস্ত গ্রামে মোটরসাইকেল ও বাইসাইকেল মুখোমুখি সংঘর্ষে বাইসাইকেল চালক রহমতুল্লাহ(৬৫) ঘটনাস্থলেই নিহত হয়েছে। গুরুতর আহত হয়েছে মোটরসাইকেল চালকসহ ৩ জন।

জানাযায় আজ মঙ্গলবার দুপুর আড়াইটার দিকে চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানার নবগঠিত নেহালপুর ইউনিয়নের দোস্ত গ্রামের বাজার সংলগ্ন তালতলা নামক স্থানে এ দৃর্ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষসুত্রে জানাযায় মোটরসাইকেল যোগে হিজলগাড়ি থেকে দর্শনার দিকে আসার পথে দোস্ত গ্রাম সংলগ্ন তালতলা নামক স্থানে পৌঁছালে বাইসাইকেলের পিছনে দ্রতগতির মোটরসাইকেল স্বজরে ধাক্কা মারলে সাইকেল চালক পিচ রাস্তার উপর সিটকে পড়ে। এতে গুরুতর আহত হয়ে ঘটনাস্থলে নিহত হয় কুন্দিপুর গ্রামের মৃত্য ছলিম শেখের ছেলে রহমতুল্লা(৬৫)।

এতে গুরুতর আহত হয় মোটরসাইকেল চালক দর্শনা মোহাম্মদপুর গ্রামের বারেক হাওলাদারের ছেলে ইসলাম হাওলাদার (৩৫),একই পাড়ার সুকুমার আলীর ছেলে লিটন(২৮)ও আজমপুর গ্রামের হারুন অর রশিদের ছেলে অন্তর(২৫) সাথে সাথে তাদের ৩ জনকে উদ্ধার করে দর্শনা মা ও শিশু জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাদের ৩ জনের মধ্যে একজনের অবস্থা আশংকাজনক হওয়ায় চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে রেফার্ড করেছে। বাকী ২ জন প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে বাড়ি ফিরছেন।

এ ঘটনায় দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি বিপ্লব কুমারসাহা ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন সাথে সাথে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠায় এবং লাশ পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়। পরে তার দুই সন্তান এসে বলে আমরা কোন অভিযোগ করবো না। পরে তার পরিবারের কাছে লাশ হস্তান্তর করে দিয়েছি। দূর্ঘটনা কবলিত মোটরসাইকেল ও বাইসাইকেল হিজলগাড়ি ক্যাম্প হেফাজতে আছে। এ বিষয়ে দর্শনা থানায় একটি অপমৃত্য মামলা হয়েছে।

আলমডাঙ্গার গোকুলখালিতে অ্যাম্বুলেন্স বাই-সাইকেল মুখোমুখি সংঘর্ষে স্কুলছাত্র নিহত

দ্রুতগতির অ্যাম্বুলেন্স ও বাই-সাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে এক স্কুলছাত্র নিহত হয়েছে। আজ বুধবার দুপুর দেড়টার দিকে উপজেলার চুয়াডাঙ্গা-মেহেরপুর আঞ্চলিক সড়কের গোকুলখালি ব্রিজ এলাকায় এ

দুর্ঘটনা ঘটে।
সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত সিয়াম (১২) গোকুলখালি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র। সে চিৎলা ইউনিয়নের কয়রাডাঙ্গা গ্রামের জুমাত আলীর ছেলে।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, আজ বুধবার দুপুরে গোকুলখালি মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে বাই-সাইকেল যোগে বাড়ির দিকে যাচ্ছিল সিয়াম। এ সময় রাস্তা পারাপারের সময় বিপরীত দিক থেকে দ্রুত গতির অ্যাম্বুলেন্সের সাথে তার মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। স্কুলছাত্র সিয়াম ছিটকে গাড়ির নিচে চাপা পড়ে রক্তাক্ত জখম হয়।

স্থানীয়রা উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিলে, পথেই সে মারা যায়। এ সময় বিক্ষুব্ধ এলাকাবাসী গোকুলখালি ব্রিজ এলাকায় সড়ক অবরোধ করে। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে এলে অবরোধ তুলে নেয় বিক্ষুব্ধ জনতা। পরে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

হাঁপানিয়া পুলিশ ক্যাম্পের উপ-পরিদর্শক (এসআই) মিজানুর রহমান জানান, দুপুরে স্কুল ছুটির পর বাইসাইকেল যোগে বাড়ি যাচ্ছিল সিয়াম। এসময় রাস্তা পারারের সময় অ্যাম্বুলেন্সের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।
এতে গুরুত্বর আহতাবস্থা স্থানীয়রা উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে পাঠালে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। নিহত স্কুলছাত্রের মরদেহ সদর হাসপাতালের মর্গে রাখা আছে। এ ঘটনায় আইনগত বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ঝিনাইদহে বাস ও পিকআপ ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ১

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে বাস ও ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে নজরুল ইসলাম (৩৫) নামের এক পিকআপ চালক নিহত হয়েছে।

বুধবার (৪ অক্টোবর) সকালে কালীগঞ্জ-যশোর মহাসড়কের কালীগঞ্জ উপজেলার আমতলা নামক স্থানে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত নজরুল ইসলাম

শরিয়তপুর সদর উপজেলা কেয়ারপুর গ্রামের সিরাজুল হক খানের ছেলে।

কালীগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার শেখ মামুনুর রশিদ জানান, সকালে কালীগঞ্জ থেকে ফুলঝরি সোহাগ নামের একটি যাত্রীবাহী বাস যশোর যাচ্ছিলো। পথে ঘটনাস্থলে পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি পিকআপ ভ্যানের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে পিকআপ ভ্যানের চালক নজরুল ইসলাম গুরুতর আহত হয়। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের কর্মী সেখান থেকে নজরুলকে উদ্ধার করে কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

বারোবাজার হাইওয়ে থানার ওসি মঞ্জুরুল আলম জানান, দুর্ঘটনায় নিহত হওয়ার ঘটনায় বাসটি আটক করা হয়েছে। তবে চালক পলাতক রয়েছে।

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় বাস ও আলমসাধুর মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ২

ঝিনাইদহের শৈলকূপা উপজেলার বড়দাহ ব্রীজ এলাকায় আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে যাত্রীবাহী বাস ও আলমসাধুর মুখোমুখি সংঘর্ষে দুইজন নিহত হয়েছেন।

নিহতরা হলেন- হরিণাকুণ্ডু উপজেলার ভায়না গ্রামের নারায়ন কুমারের ছেলে মহাদেব কুমার (৬০) ও একই গ্রামের আক্কাস মিস্ত্রির ছেলে খোকন হোসেন (২৯) নিহত হয়েছেন। এ সময় আহত হয়েছে আরও ২জন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বৃহস্পতিবার দুপুরে হরিণাকুণ্ডু উপজেলার ভায়না থেকে চার পান ব্যবসায়ী আলমসাধু যোগে গাড়াগঞ্জ বাজারে আসছিলেন। তারা ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া সড়কের গাড়াগঞ্জ এলাকার বড়দাহ ব্রীজের কাছে পৌঁছালে ঝিনাইদহ থেকে কুষ্টিয়াগামী রূপসা পরিবহনের একটি বাসের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই খোকন নিহত হয়। আহত হয় আরও ৩ জন। খবর পেয়ে শৈলকূপা ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থল থেকে আহত ৩ জনকে উদ্ধার করে শৈলকূপা উপজেলা স্বাস্থ্য

কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মহাদেব নামে আরও একজনকে মৃত ঘোষণা করেন। আহতদের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। আহতদের মধ্যে আব্দুস সাত্তারের অবস্থা গুরুত্বর বলে জানা যায়।

ঝিনাইদহ হাইওয়ে থানার ওসি মিজানুর রহমান জানান, ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া মহাসড়কে বাস ও আলমসাধুর মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই জন নিহত হয়েছেন। বাসটি আটক করা হয়েছে। মরদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য ঝিনাইদহ সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।